২৫ জুন ২০২৫

সংবাদ বিবৃতি

আন্তর্জাতিক নির্যাতনবিরোধী দিবস উপলক্ষে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর আহবান

২৬ জুন আন্তর্জাতিক নির্যাতনবিরোধী দিবসে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করছে এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, আটক অবস্থায় নির্যাতন, হেফাজতে মৃত্যু, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দা জানাচ্ছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত এই দিবসটি (International Day in Support of Victims of Torture) বিশ্বব্যাপী নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সংহতি জানানো এবং নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের "Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)" অনুস্বাক্ষর করলেও, এর বাস্তবায়ন এখনও হতাশাজনকভাবে অপর্যাপ্ত।

আসক দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে আসছে যে, বিগত বছরগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, বেআইনি আটক এবং হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে ঘটেছে। এমনকি আটক বা গ্রেফতার হওয়ার পর ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেছে, অথবা 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে, যেগুলোর অধিকাংশেরই কোনো বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।

বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হচ্ছে, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী কমপক্ষে ১৫টি বিচারবহির্ভূত মৃত্যুর অভিযোগ এসেছে, যার বেশিরভাগই স্বাধীন তদন্তের আলো দেখেনি।

এই প্রেক্ষাপটে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জোর দিয়ে বলছে, বিগত সময় সহ হেফাজতে নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও সহিংসতাসহ যেসব অমানবিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর প্রতিটি অভিযোগকে আমলে নিয়ে অবিলম্বে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্ত পরিচালনা করতে হবে। তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট দায়ীদের আইন অনুযায়ী বিচারের আওতায় আনা এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও আইনি সহায়তা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও, নির্যাতন প্রতিরোধে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩'-এর বাস্তব ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা বাড়াতে একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এই দিবসে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সকল নির্যাতনের শিকার মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে—তারা যেন বিচার ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে স্পষ্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রমাণ রাখতে হবে—যাতে মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কারণ, মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার পূর্বশর্তই হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি।